জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতল

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 1st June. 1955 | ৩য় সংখ্যা

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি:

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

সাধু হইতে সাবধান

—০—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন—ভারতে ৮০০০০০০ আশী লক্ষ সাধু আছে। তিনি তাহাদের সাধু বলিয়া স্বীকার করেন না। বাহ্যিক তাহারা সাধু সাজিয়া থাকে, অন্তরে যতদূর অসাধু হইতে হয় তাহাদের অনেকেই তাই। তাহারা খায় ভাল, থাকে ভাল, মুখে ত্যাগের বক্তৃতা করে। আমরাও জহরলাল নেহেরুজীর সহিত একমত। বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রভাষায় অসাধুর সাধুবেশ ধারণ লোক-ঠকান সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য বচন আছে। আমরা আজ তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

তনূকো যোগী সব কোই করে,
মন করে না কোই।
সহজে সো সিধ পাওয়ে
যো মন-যোগী হোই।

তনু অর্থাৎ শরীরকে অনেকেই যোগীর বেশ দ্বারা যোগী করিতে পারে কিন্তু মনকে যোগী করা খুব কঠিন। যে মনকে যোগী অর্থাৎ সাধু করিতে পারে, সে সহজে সিদ্ধিলাভ করে।

সাধু হুয়া তো ক্যা হুয়া
মালা পহরী চার।
বাহার ভেক বানায়া
ভিতর বড়ি ভাঙার।

চার প্রহর মালা জপ করিয়া সাধু হলে তাতে কি হইল? বাহিরে সাধুর বেশ করিলে কিন্তু অন্তরে যে ভয়ঙ্কর সেই ভয়ঙ্করই থাকিলে।

সচরাচর যে যে প্রকারের সাধু দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদের সাধুরূপের বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

নখ, বিন কাটা দেখে, শিরভরি জটা দেখে,
যোগী কানকাটা দেখে ছার লয়ে তনমে।
মৌনী অনবোল দেখে,
সেওড়া জিব ছোল দেখে,
কর্ত্তো কলেল দেখে, বন-খণ্ডী খনমে।
বীর দেখে শূর দেখে,
গুণী আউর ফুড় দেখে,
মায়াকে পুর দেখে,
ভুল বহে ধনমে।
আদি অন্ত সুখী দেখে,
জনমহিকে দুখী দেখে,
পর ওয়ে ন দেখে,
জিনকে লোভ নেহি মনমে।

বাংলা অর্থ—ভস্মমাখা কলেবর, দীর্ঘ-জটা-বিশিষ্ট বিদারিত কর্ণ ও অকর্ত্তিত নখযুক্ত যোগী দেখিয়াছি। মৌনব্রতাবলম্বী মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীও দর্শন করিয়াছি। বনমধ্যে সমাধিযুক্ত তপস্বী অবলোকন করিয়াছি। শূর, বীর এবং বিদ্বান ও মূর্খ নিরীক্ষণ করিয়াছি। আর অনেক লোককে ধনান্ধ হইয়া এই মায়াময় ভবসংসারে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখিয়াছি। কিন্তু যাঁহার মনে লোভ নাই এমন একটি সাধুকে কখনও দেখিতে পাইলাম না। বেশের বুজরুকি এবং বক্তৃতার কারচুপি দেখিয়া মানুষকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিলেই যে প্রবঞ্চিত হইতে হইবে, তাহাতে ভুল নাই।

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী জানকী ভেল সাধু রাবণকে বিশ্বাস করিয়া ভিক্ষা দিতে গিয়া কিরূপ বিপদগ্রস্তা হইয়াছিলেন তাহা হিন্দু মাত্রেই রামায়ণ পাঠে অবগত হইয়াছেন।

আমরা যেমন সাধু ও অসাধু চিনিতে সক্ষম নহি তেমনি প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীও অসাধুকে সাধু মনে করিয়া বেশ ঠকিয়াছেন। জহরলালজী কাশ্মীরের প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল্লাকে সাধু মনে করিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে ঠকান ঠকিয়াছেন, এবং আবদুল্লার স্বরূপ বাহির হইয়া বন্দী না হইলে আরও কত যে ঠকিতেন, তাহা অনুমান করা সহজ নয়। মাত্র একটি নিদর্শন দিয়া আজ ক্ষান্ত হইলাম। অসাধুকে সাধু বিশ্বাসে তিনি এবং অন্যান্য রাজনীতিকগণ ভারতের মঙ্গল করিতে গিয়া দুর্জ্জনের ধাপ্পায় ভুলিয়া শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়াছেন।

এক একটি পাপপূর্ণ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষের একত্র অবস্থিতির জন্য কত ঘৃণ্য ব্যভিচারজনিত ঘটনা ক্রমশঃ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া অতীতের ধাপ্পা ফাঁস হইয়া অনেককেই সাধুরূপী অসাধুর নিকটে ঠকিয়া শিখিতে হইয়াছে তাহা বলিলে নিজের গালে চুণকালি মাখা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের কত অর্থ অসাধুর খপ্পরে পড়িয়াছে আজ তাহার হিসাব নিকাশ কে করিবে? আমরা স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীকেও সানুনয়ে অনুরোধ করি তিনি অতি বিশ্বাস করিয়া কত ভুল করিয়াছেন, অকপটে তাহার একটা ফিরিস্তি করিয়া ভারতবাসীর ভ্রান্তি দূর করুন। যে কংগ্রেসের হাতে আজ ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাধুবেশী বক্তৃতাবাজ কত চোর আছে, তাহা বাহির করিয়া এই পুণ্যপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে পাপমুক্ত করিয়া দেশে এক মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করুন। এই সাধুর অসাধুত্ব বর্ণনার আগেও গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার বর্ণিত সাধু ব্যক্তিদের অসাধু মনে করিয়া সাত সাতটি মন্ত্রীকে অধিকাংশ ব্যক্তিই ভোট না দিয়া মন্ত্রীদের স্ব স্ব পদ হইতে টানিয়া নামাইতে সক্ষম হইয়াছিল। আবার সেই বিতাড়িত মন্ত্রীদের কোন কোনটিকে কোন্ সাধু প্রচেষ্টায় প্রবেশ করাইয়া গদীতে বসাইবার সাধু উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাধুনীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহাও উপলব্ধি করিবার সময় আসিতে বেশী বিলম্ব নাই।

পশ্চিম বঙ্গে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের বিনাব্যয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন তা এক্ষণে দার্জ্জিলিং এ চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে। এই শিক্ষা পরিকল্পনায় ৪০ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় পড়াশুনায় আগ্রহী ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বিনাব্যয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এমন কি কলেজীয় শিক্ষাদানের

প্রস্তাব করা হয়েছে; এই নূতন পরিকল্পনায় শিক্ষার ধরণ ভিন্ন রকমের হবে। হাতে-কলমে শিক্ষাদান, শিল্পকলার ব্যবহারিক শিক্ষা এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে এই শিক্ষা দেওয়া হবে এবং প্রতি বৎসর ২ শতটি করে বহুমুখী বিদ্যালয় খোলা হবে। এই বিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্সে কলেজে ভর্ত্তি করা হবে।

প্রকাশ, বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্নমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট আবেদন এসেছিল।

গরমের চরম

এতদঞ্চলে ভীষণ গরম পড়িয়াছে। বেলা ৯ ঘটিকার পর রাস্তা চলাচল করা দুরূহ ব্যাপার। মধ্যাহ্নকালে অসহনীয় গরমে লোকে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। অনতিবিলম্বে বৃষ্টি না হইলে লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।

জলকষ্ট

মহকুমার বহু স্থান হইতে পানীয় জলের অভাবের খবর আসিতেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য লোকে হাহাকার করিতেছে। পুকুর, ডোবা শুকাইয়া যাওয়ায় মহিষ, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদের ভীষণ কষ্ট হইয়াছে। পল্লীগ্রামে কুয়া, ইন্দারা ও নলকূপ নির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক।

প্রচারবিষয়ক পুস্তক

মহকুমা প্রচার অফিস (জঙ্গীপুর) হইতে নিম্নলিখিত প্রচারবিষয়ক পুস্তকগুলি বর্ত্তমানে বিক্রয় হইতেছে। সেগুলির নাম এবং বিক্রয়কর সহ প্রত্যেক কপির দাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। "কল্যাণের পথে"—দাম—।/৫ (প্রতি কপি)
২। "কথাবার্ত্তা" বিশেষ সংখ্যা ।৫ „
৩। "Weekly West Bengal (Special Issue) দাম—।৫ (প্রতি কপি)

বাংলার বিদ্রোহী মরমী কবি
নজরুলের ৫৭ তম জন্মদিন
২৬শে মে

অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের নিষ্পেষণে প্রপীড়িত বাংলার জনমনে আজ প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে রণক্লান্ত বিদ্রোহীর অগ্নিবীণা ঝঙ্কার তোলে না। বাংলার মানুষ কবিকে ভুলে নাই—ভুলিতে পারে না। হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে কবি তাঁহার দেশবাসীকে কোনদিন বিচার করেন নাই। আজও তাই তাঁহার জন্মক্ষণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কবির সুস্থ, সবল দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।

কবি বাংলার কৃষককুলের দরদ যে গানে পরিবেশন করিয়াছেন, আজ সেই গানটি আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি। পরাধীন দেশের কবি নজরুল কখনও তাঁহার রচনায় কারাদণ্ডের ভয় না করিয়া হৃদয় খুলিয়া গাহিয়াছেন—

উঠরে চাষী, জগৎবাসী
ধর কষে লাঙ্গল!
(আমরা) মরতে আছি, ভাল করেই
মরবো এবার চল্।
চাষী, ধর কষে লাঙ্গল।
আমরা ছিলাম পরম সুখে,
ছিলাম দেশের প্রাণ,
(তখন) গলায় গলায় গান ছিল
আর গোলায় গোলায় ধান—
কোথায় আজ সে গান গেল
আর কোথায় সে কৃষাণ,
মোদের রক্ত জল ক'রে আজ
ভরছে সব বোতল
চাষী ধর্ কষে লাঙ্গল।
(মোদের) উঠান-ভরা শস্য ছিল
হাস্য-ভরা দেশ—
(আজ) বৈশ্য দেশের দস্যু এসে
লাঞ্ছনার নাই শেষ—
(এরা) লক্ষ হাতে টানছে মোদের
লক্ষ্মী মায়ের কেশ—
মার কাঁদনে নোনা হলো
সাত সাগরের জল
চাষী ধর কষে লাঙ্গল।
আমরা মাটির খাঁটি ছেলে
দূর্ব্বাদল-শ্যাম—
মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন
রাবণ-অরি রাম—
হালের ফলায় শস্য ওঠে
সীতা তারই নাম—
সেই সীতারে হরছে রাবণ
সেই মাঠের ফসল
চাষী ধর কষে লাঙ্গল।
আমরা সহীদ মাঠের মক্কায়
কোরবানী দিই জান—
সেই খুনে যে ফলছে ফসল
সব নিলে সয়তান—
আমরা যাই কোথা ভাই ঘরে আগুন
বাইরে যে তুফান—
চারদিক হ'তে ঘিরে মারে
এজিদ রাজার দল—
চাষী ধর কষে লাঙ্গল।
চারদিক হ'তে ধনিক বণিক
শোষণকারীর জাত,
দুই হাতে সব টানছে মোদের
রাঁধা থালার ভাত,
(মোদের) কোলের খোকা মরছে কোলে,
নাইকো মোদের হাত,
সতী-মায়ের বসন কেড়ে
খেলছে খেলা খল—
চাষী ধর কষে লাঙ্গল।
(মোদের) সব গিয়েছে তবে চাষা
কিসের এতো ভয়,
(আমরা) ক্ষুধার জোরে করবো ওদের
সুধার জগৎ জয়,
বিশ্বগ্রাসী দস্যু রাজার
হয়কে করবো নয়,
দেখবে এবার সভ্য জগৎ
চাষার কত বল
চাষী ধর কষে লাঙ্গল।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৬২ ইং ১লা জুন ১৯৫৫

গৃহদাহ

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর সন্নিকটে শ্রীসূর্য্যকান্ত সূত্রধরের কাঠের কারখানায় আগুন লাগিয়া খড়ের ঘরখানি ও অনেকগুলি কাঠ পুড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোকদের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

রঘুনাথগঞ্জ-প্রতাপপুর-সোনাটিকুরী সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার সন ১৩৬১ (ইং ১৯৫৩-৫৪)

নোটিশ

এতদ্দ্বারা উক্ত সমিতির সাধারণ অংশীদার (সভ্যদের) ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা ইং ৪ঠা জুন ১৯৫৫ সাল বাং ২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বেলা ৩৷৷০ ঘটিকায় গভর্ণমেণ্ট গোডাউন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয় :—১। আরম্ভ হইতে ৩০।৬।৫৪ পর্য্যন্ত সময়ের বাৎসরিক অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয় ইত্যাদি হিসাব আলোচনা ও গ্রহণ। ২। নূতন ডাইরেক্টর নির্ব্বাচন। ৩। বাই-ল' সংশোধন সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়াদি যথা সমিতির উদ্দেশ্য, বাজেট, কোরামসংখ্যা ইত্যাদি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার, উকিল
সেক্রেটারী।

পুকুর বিক্রয়

আদালত কাছারী যাইবার রাস্তার ধারে মহঃ জাহিরুদ্দিন বিশ্বাস উকিলের বাড়ীর এবং মহঃ ইউসফ খলিফার বাড়ীর পিছনে পুকুর যিনি লইতে ইচ্ছুক, সত্বর সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা বলুন। ইতি—

শ্রীঅমিয়মোহন রায়, রঘুনাথগঞ্জ।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২০শে জুন ১৯৫৫

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

২৯ মনি ডিঃ শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং গোবিন্দ-দাস নাথ দাবি ৪০৫৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ২৬-৯৫ শতকের কাত ৭৫৲ দেন্দারের ৳ অংশ হারাহারি মতে খাজনা ২৫৲ আঃ ২১০৲ খং ৫৬৫ অধীনস্থ ৫৬৬ হইতে ৫৬৯, ৫৭০ হইতে ৫৭৯ ৫৮২, ৫৮৪, ৫৮৬ হইতে ৫৮৮, ৫৯২, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৮ হইতে ৬০২ খতিয়ান, মৌরসী মোকররী স্বত্ব।

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২ মনি ডিঃ রমণীমোহন কবিরাজ দেং সরোজ মোহন মজুমদার দাবি ৩৬৮৵৯ পাই থানা সুতি মৌজে জগতাই ৩-২৮ শতকের কাত ৮।২ পাই আঃ ৩৫০৲ খং ৩৪৬ উক্ত জমি মধ্যে ১-০৮ শতক জমির অর্দ্ধেক বাদে।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১১ই জুলাই ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৪৬ মনি ডিঃ শ্যামাচরণ সরকার দেং দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দাবি ৫৫৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দেউলী ৩৬ শতকের কাত ২৵৬ পাই আঃ ১২৫৲ খং ৭৩

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১৩৩ খাং ডিঃ রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী দেং গোবিন্দ দাস নাথ দিং দাবি ১৩৮৷৷৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনাতনগর ৪-১৭ শতকের কাত ২২৸৵০ আঃ ১০০৲ খং ৪ অধীনস্থ খং ৫ কোর্ফা স্বত্ব।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২৩৮ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং নারু সাহা দাবি ২২৵৬ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে বালিয়া ৫ শতকের কাত ১৸০ আঃ ৫৲ খং ৭৭০ স্থিতিবান স্বত্ব।

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৪৯ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দিং দেং তড়িৎবরণী বন্দ্যোপা দাবি